ক) করণ ও ব্যাপার

খ) নৈয়ায়িক স্বীকৃত চারটি প্রমার করণ ও ব্যাপার নির্দেশ।

উত্তর ঃ ক) তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট করণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অসাধারণং কারণম্ করণম্' - অর্থাৎ অসাধারণ কারণকে করণ বলে। তাৎপর্য এই যে ন্যায়-বৈশেষিকগণের মতে, কার্যের জন্য একাধিক কারণের প্রয়োজন। তাই তাঁরা কার্যের কারণকে সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে সকল কারণ সকল কার্যের প্রতি অপেক্ষিত হয় বা যাবতীয় কার্যের প্রতি যা কারণ তাই সাধারণ কারণ। এঁরা আট প্রকার সাধারণ কারণ স্বীকার করেন। যেমন, ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, কাল, দিক, অদৃষ্ট ও যে যে কার্য তার তার প্রাগভাব। সাধারণ কারণ ভিন্ন যে কারণ বা কার্য বিশেষের প্রতি যে কারণ তাকে অসাধারণ কারণ বলে। যেমন ঘটরূপ কার্যের প্রতি কুম্ভকার, কপাল-কপালিকা, চক্র, দণ্ড, সলিল ইত্যাদি অসাধারণ কারণ। অন্নংভট্ট এই অসাধারণ কারণকে করণ বলেছেন। তাইত তিনি করণের লক্ষণ প্রসঙ্গে দীপিকাটীকাতে বলেছেন, দিক্-কালাদৌ অতিব্যাপ্তবারণায় অসাধারণ ইতি।

ব্যাপার ঃ উপরোক্ত যুক্তি অনুযায়ী যদি সাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ অসাধারণ কারণ হয়, তাহলে ঘট কার্যের দৃষ্টান্তে উল্লিখিত সকল কারণই অসাধারণ কারণ হত। কিন্তু তর্কসংগ্রহকারের তা অভিপ্রেত নয়। যদিও তিনি তর্কসংগ্রহ বা দীপিকাটীকা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কোন ব্যাখ্যা দেন নি, তবুও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি টীকা অনুযায়ী বলা যায়, কারণের লক্ষণের পূর্বে 'ব্যাপারবৎ' এই বিশেষণটি যোগ করে নিলে আর কোন অসুবিধা হয় না অর্থাৎ করণের সম্পূর্ণ লক্ষণটি হবে, 'ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণম্ করণম্' - অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপার বিশিষ্ট হয়ে কার্য উৎপন্ন করে, তাকে করণ বলা হবে। উপরোক্ত ঘট কার্যের একাধিক অসাধারণ কারণের মধ্যে কপাল-কপালিকার সংযোগকে ব্যাপার শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে।

এবার ‘ব্যাপার’ শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যেতে পারে। ‘দ্রব্যান্যত্বে সতি তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্ ব্যাপারত্বম্’- অর্থাৎ দ্রব্য ভিন্ন যে পদার্থ কোন কারণের কার্য হয়ে ঐ কারণের কার্যকে অর্থাৎ চূড়ান্ত কার্যকে উৎপন্ন করে, তাকে ব্যাপার বলে। যেমন বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যে কুঠার হল অসাধারণ কারণ অর্থাৎ করণ। আর ঐ কুঠারের বৃক্ষচ্ছেদনানুকুল উদ্‌যমন-নিপাতনাদি ক্রিয়া হল এক্ষেত্রে ব্যাপার। কারণ এক্ষেত্রে উদ্‌যমন-নিপাতনাদি ক্রিয়াটি দ্রব্য ভিন্ন এবং কুঠার নামক কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে ঐ কুঠারের যে চূড়ান্ত কার্য বৃক্ষচ্ছেদন, তাকে উৎপন্ন করে। তাই এক্ষেত্রে উদ্‌যমন-নিপাতন ক্রিয়াটি ব্যাপার। আর কুঠারটি এইরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের জনক হওয়ায় কুঠার হল ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ অর্থাৎ করণ।

এই করণের লক্ষণটি নব্য ন্যায়মতে ব্যাখ্যা করা হল। যেহেতু অন্নংভট্ট নব্য নৈয়ায়িক। প্রাচীন ন্যায়মতে করণের ব্যাখ্যা ভিন্ন রকম। তাঁরা বলেন ব্যাপারটাই করণ, যা ব্যাপারবিশিষ্ট তা করণ নয়। তাঁরা করণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণম্ করণম্' - অর্থাৎ যে কারণ কখনই ফলের অর্থাৎ কার্যের সহিত যোগহীন হয় না, তাই করণ। অর্থাৎ অন্যান্য কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে কারণটি উপস্থিত হলেই কার্য উৎপন্ন হয়, যে কারণকে আর অন্য কোন কারণের জন্য বিলম্ব করতে হয় না, তাই করণ। যেমন পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে কুঠার থাকলেও যদি তার সংযোগ বিলম্বিত হয়, তবে প্রকৃত কার্য অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন উৎপন্ন হবে না। সুতরাং ব্যাপারটাই করণ।

খ) ন্যায় স্বীকৃত চারটি প্রমার করণ ও ব্যাপার নির্ণয়।

১) প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হল ইন্দ্রিয়, যেহেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ এবং ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জনক হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ প্রমার ব্যাপার হয়।

২) অনুমিতি প্রমার করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান। যেহেতু ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা পরামর্শ জ্ঞান জন্মায়। আবার ঐ পরামর্শ ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুমিতির জনক হওয়ায় অনুমিতি প্রমার ব্যাপার হল পরামর্শ।

৩) উপমিতি প্রমার করণ হল সাদৃশ্য জ্ঞান, যেহেতু সাদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা অতিদেশ বাক্য স্মরণ হয়। আবার ঐ অতিদেশবাক্য স্মরণ সাদৃশ্য জ্ঞান জন্য উপমিতির জনক হওয়ায় উপমিতি প্রমার ব্যাপার হল অতিদেশবাক্য স্মরণ।

৪) শাব্দবোধের করণ পদজ্ঞান, যেহেতু পদজ্ঞান দ্বারা পদার্থ স্মরণ হয়। আবার ঐ পদার্থ স্মরণ পদজ্ঞান জন্য শাব্দ বোধের জনক হওয়ায় পদার্থ স্মরণ শাব্দবোধের প্রতি ব্যাপার হয়।

তবে অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ স্থলে নবীন মত গ্রহণ করে অর্থাৎ ব্যাপারবৎ কারণকে করণ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে ঈন্দ্রিয়কে করণ বলেছেন, কিন্তু অনুমিতি স্থলে তিনি প্রচীন মতে করণের লক্ষণ স্বীকার করে ব্যাপারটিকেই করণ বলেছেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ